আমার সন্তাপ

অজানা কী থাকে তার? ছোট্ট এই ভূ-খন্ডে গিজগিজ করছে মানুষ। আচরণে, কথা-বার্তায় যতই সতর্ক থাকি, কতোটা লুকিয়ে রাখতে পারি, কতোটা ঢাকতে পারি আমি, আমরা? সম্ভব নয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি'র ভিন্নতা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই তারাও জানে - আমরা আড়ালে তাদের ডাকি 'মালাউন'। এই সর্বনাম আমি লক্ষ্য করেছি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বাসভঙ্গকারী শব্দের সমার্থেও। ভাষার গতিময়তার কথা যদিও ধরি-- নতুন শব্দ যুক্ত হবে- শব্দের অর্থ ব্যাপক ও পরিবর্তিত হবে সময়ের সাথে; সে ক্ষেত্রে যা ভেবে দেখার বিষয় তা হলো ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী'র চিন্তা চেতনা এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই দায়ী। বিষয়টা দূর্ভাগ্যজনক। সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্বই একপক্ষ স্বীকার করেন না, আরেকপক্ষ সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি প্রমাণ করে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত। এই দুই ক্রিয়ার অভিঘাত, সংখ্যালঘুদের আরো স্পষ্ট করে বল্‌লে হিন্দুদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগ। সাম্প্রদায়িকতার অভিঘাত এবং অভিশাপ দুটোই সবচাইতে বেশী উপলব্দি করেন সংখ্যালঘুরা। একটি সমাজে অপেক্ষাকৃত দূর্বল, ক্ষুদ্র এবং ক্ষমতাহীন অংশের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি এবং অভিযোগ কি, তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নিজে সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া। যারা আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন অস্তিত্ত্ব সবীকার করেন না, তাদের সবাইকে কিছু সময়ের জন্যে হলেও (পালাক্রমে, একসাথে বিবর্তন হলে ওটাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে) হিন্দু জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করা যেত, তবে হয়তো তারা বুঝতেন সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ। দূর্ভাগ্যজনকভাবে তা সম্ভব নয়, আর রবিঠাকুরের ইচ্ছাপূরণের দেবতার আবির্ভাব ও এই সুপারটেকনো'র যুগে সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তিগত বোধনপ্রক্রিয়া-- অন্তত এই নিবন্ধের বিষয়ের প্রেক্ষিতে হলো এই যে, বাংলাদেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীতে দৈবক্রমে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা পর্যন্ত আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতঃপর আবারো দৈবক্রমে পৃথিবীর অপর গোলার্ধে আগমন ও সাময়িক সময়ের বসবাসের কারণে এই মুহূর্তে আমি এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন। বহিরাগত অভিবাসীদের মধ্যে যাদের দুটি চক্ষুই

(মানস ও শারিরীক) বিদ্যমান, তাকে অন্ততঃ বুঝিয়ে বলার দরকার নেই সংখ্যালঘু হবার কি যাতনা! আর যারা একথা বলেন যে, বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতের সংখ্যালঘুদের তুলনায় অনেক ভালো আছেন এবং এই ভাবনায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, আদতে সাম্প্রদায়িকতার রূপরেখা সম্পর্কে তাদের আরো জানা প্রয়োজন। কেবল মন্দির ভাঙ্গলেই তা সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন হয় না (যদিও এই ঘটনার উদাহরনও বিরল নয়) । যদি একজন সংখ্যালঘুও তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বিব্রতবোধ করে, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় সেটাই সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন-- যা এই সুমহান (!!) ''আমেরিকায়'' গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অভিবাসীদের জীবনে বিরল কোন অভিজ্ঞতা নয়। (অনেক প্রবাসী-ই হয়তো অস্বীকার করবেন, কিন্তু এটাই বাস্তবতা এখন, অপছন্দনীয় হলেও)

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি কোন রাজনৈতিক দলের একক আমদানী নয়, এই 'ক্রীড়া' সৃজন বা উদ্ভাবনের কৃতিত্বও কেউ একা দাবী করতে পারে না। যদি স্বাধীনতা'র পক্ষের শক্তিকে এই দায়ভার থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা করা হয়, তবে বঙ্গবন্ধুর সেই উপদেশ, যা তিনি দিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রজাতিস্বত্ত্বার মানুষগুলোকে-- সেই উপদেশও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি এই দুটো দলই বাঙালী মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অংশের সমন্বয়ে তৈরী, এই শ্রেণীর স্বার্থকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছে এবং দেয়। সেক্যুলারিজমকে এই দুটো দলই ভয় পায়, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ দুটোরই যথেচ্ছ ব্যবহারে তারা পারদর্শী। নির্বাচনের মৌসুমে তাই প্রবল প্রগতিশীল দলের নেত্রীও সাময়িক সময়ের জন্যে হলেও হিজাবে আবৃত হন। আর জাতীয়তাবাদীরা তো তাদের নিকটাত্মীয়দের নিয়ে এখন ক্ষমতায়-- যারা বিশ্বাস করে ইসলামী প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের, আর খোয়াব দেখে 'জিজিয়া' কর আদায়ের। যদিও আমরা মনে করি এ অঞ্চলে'র গণমানুষের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল-- কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি এতো সহজ সত্যি নয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাব এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠিতে আদিতে ছিলো, এখনো বিদ্যমান। ছিলো বলেই দেশভাগের আগের সময়ে, হিন্দু জমিদারদের যখন এই ভূ-খন্ডে প্রবল প্রতাপ, মুসলমানদের ডাকা হতো 'ম্লেচ্ছ'।

দিন বদলেছে, তাই আমরা সেই সময়ের ‘যবনেরা’ এখন যেন তার প্রতিদান দিচ্ছি। সামজের প্রগতিশীলতার অস্তিত্ব তাহলে কোথায়? সমাজের বিত্তশালী অংশ তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে সাম্প্রদায়িকতাকে সবসময় ব্যবহার করেছে-- এ অবস্থা এখনো বিদ্যমান।

যখন প্রাথমিক স্তরেরে ছাত্র ছিলাম, আমার মনে পড়ে রাস্তাঘাটে ধুতি পরিহিত ভদ্রলোকের দর্শন মিলত। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ কেউ পরতেন। কোন এক অদ্ভূত কারণে এই পরিধেয়টি হিন্দু সম্পদায়ের ‘আইডেন্টিফিকেশানে’ পরিণত হয়েছে।বাঙালী হিন্দুরা ছাড়ে নি, পাকিস্তান হওয়ার পরেও-- তারও পূর্বে শুনেছি আমাদের পিতামহেরা ধূতিই পরতেন। একাত্তরে প্রাণের ভয়ে বাংলাদেশের ভূখন্ডে কেউ ধুতি পরেননি। আর এখনো কেউ পরেন না। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম নিয়েই সে বাঁচে না -- আবার ধূতি। শহরে বন্দরে যদি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশই থাকতো তবে এই শ্বেতশুভ্র পরিধেয়টি এভাবে বিরল হয়ে পরতো না। আমরা বাঙালী (অথবা বাংলাদেশী) মুসলমানেরা হিন্দুদের উপরে বেজায় খাপ্পা। ‘শালার মালাউনেরা’ এই বাংলার মাটিতে খায়-দায়, ঘুমায়, আর স্বপ্ন দেখে ইন্ডিয়ার, আরো স্পষ্ট করে বল্‌লে কোলকাতার। এরা টাকা পয়সা সব পাচার করে দেয় সীমান্তের ওপারে। এধরণের কথাই বলেছিলেন আমদের এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী। অথচ এই দলটিকেই সংখ্যালঘুরা তাদের শেষ আশ্রয় বলে জানতো। হায়! বাঙালী মুসলমানকে কে বোঝাবে, যে দেশত্যাগের স্বপ্ন হিন্দু দেখে ওটা তার জীবনের ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্ন।

আমার মাতামহের গ্রামে, মামাবাড়ীর পাশেই ছিলো এক হিন্দু পাড়া। ছোটবেলায় যখন দীর্ঘ অবকাশে বেড়াতে যেতাম, বিশেষতঃ বর্ষার দিনগুলোতে, তাদের উৎসব, আয়োজন এখনো আমার শৈশবের উজ্জ্বল স্মৃতি। ছন্দময় ঢাকের শব্দ এখনো কানে বাজে। আজ দুই দশকের ব্যাবধানে সেই পাড়াটিতে এখন দু’এক ঘর হিন্দুর বসবাস। তারাও যাই যাই করছে। পূজো-আর্চা, নিকানো উঠানের একপাশে তুলসীতলায় প্রদীপ, সব কেমন যেন নিস্প্রভ হয়ে গেছে। কালো রাতের আগমন ক্ষণে হিন্দু রমণীর উলুধ্বনি কি যে এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করতো মনে! সেই উলুধ্বনি ক্ষীণতর হয়েছে, নিবারিত হচ্ছে ক্রমশঃ। ধন্য

বাংলাদেশ, এই উলুধ্বনির ভয়ই তো দেখিয়েছিলেন আমদের জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতে জামায়াত নামক শৃগালটির থাকতে হয় কেবল সুযোগের অপেক্ষায়। বিগত নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে তারা এর সর্বোচ্চ সদব্যবহার করেছে। সেই ঘৃণ্য স্মৃতির কথা এখানে অনুল্লেখ্যই থাকুক।

প্রকৃত বিষয়বস্তু হচ্ছে, সাবেক অথবা বর্তমান কোন প্রধানমন্ত্রী, অথবা তাদের দলের হর্তাকর্তা, অথবা তাদের দলের চেলা-চামুন্ডা কেউই হিন্দুদের অর্ধচন্দ্র দিয়ে এদেশ থেকে বের করে দেন নি। কুমিল্লার দাউদকান্দির ঐ গ্রামে যেয়ে কেউই বলেন নি যে, ''সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্যে বাংলাদেশ নিষিদ্ব হচ্ছে, তোমরা সময় থাকতে তল্পি-তল্পা সহ (স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত) সোনার বাংলা ত্যাগ করো।'' তাহলে কি তারা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন? অথবা পূণ্যলোভে গয়া-কাশীর উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেন? কোনটিই নয়। এইসব হিন্দুরা এদেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি'র অধিকারী ছিলেন না। ধনে, মানে এবং জাতিতে সমাজের নীচের দিকের মানুষ ছিলেন তারা। ও দেশে তারা কেমন স্বর্গসুখে থাকবেন (অথবা থাকেন) তা বলাই বাহুল্য। থাকবেন তো পশ্চিমবঙ্গে, ভারতের দরিদ্রপ্রদেশ গুলোর মধ্যে একটি। অন্য প্রদেশে গেলে তো বাংলাদেশী চিহ্নিত করে সীমান্তে 'পুশব্যাক' করবে আবার, সে আরেক যন্ত্রনা! সেখানে নব্য উদ্বাস্তু হিসেবে তার অবস্থান সহজেই অনুমেয়। কোলকাতার 'ঘটি বাবুরা' এই 'বাঙাল'দের জন্যে সদর দরজায় ফুল-চন্দন, তিলক, নামাবলী হাতে সাদর সম্ভাষণের জন্যে অপেক্ষায় নেই। দেশত্যাগী হিন্দু জানে, জীবন সেখানে তার জন্যে আরো রূঢ়, কঠিন এবং সংগ্রামময়। তারপরও তাকে দেশ ছাড়তে হয়।কেন? মানুষ হিসেবে নিরাপত্তার চাহিদা আমাদের সহজাত। হিন্দুরা একই কারণে দেশত্যাগী হয়, যে কারণে আমরা বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তেরা দেশত্যাগী হই অথবা সোনার বাংলা ত্যাগের জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করি। আমাদের ভাষায় দেশে, চাকুরী নেই, শিল্প নেই, 'কারেন্ট' থাকে না, খুব গরম 'ওয়েদার' (অসহ্য!), ধুলা-বালি (যাতে আমার এলার্জি) ইত্যাদি ইত্যাদি, ছিনতাই-চুরি-ডাকাতি, এবং এতো বেশী সংখ্যাক খুন-জখম যে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরার নিশ্চয়তাটুকুও নেই। সংখ্যালঘুদের জন্যে বাংলাদেশের এই সকল উৎপাতের পাশাপাশি তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় তার ধর্মীয় পরিচয়। সে জানে না

কখন তার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হয়ে যাবে? যদি জেনেও ফেলে, সেক্ষেত্রে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা প্রবল। নিদারাবাদ হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে, কিন্ত সংখ্যালঘুদের ভয় কমেনি মোটেও। চাকুরিতে প্রবেশের সুযোগ তার জন্যে সীমিত হয়ে আসছে, চাকুরিতে যারা আছেন পদন্নোতির সম্ভাবনা তার ক্ষীণ। তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সে আলাদা হয়ে যায়, যখন জানি ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বড়ভাই অথবা পাশের টেবিলের সহকর্মী হিন্দু তখন তিনি হয়ে যান 'দাদা' অথবা 'বাবু'। এভাবেই তাকে আলাদা করি আমরা, হয়তো এটা তার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি সন্মান জানাতেই করি। এখন এই সন্মান সে ফিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচে।

অবরূদ্ব তার পরিধি। আমাদের দু'একজন হিন্দু বন্ধুকে দেখতাম-- হয়তো বেড়াতে যাচ্ছে ভারতে কোন স্বজনের অতিথি হয়ে। তারপরও কেমন যেন রাখঢাক। কেউ কি ইচ্ছে করে চলে চোরের মতো, যদি না পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে? এই বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তির মতো আইন এখনো বলবৎ। কী বা. জা. দল, কী আ. লীগ কেউই এই অসভ্যতা রোধের চেষ্টা করেনি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্বে যখন তারা অশ্রু বিসর্জন করেন, তখন তাকে কি বলা যায়? প্রহসন? আমি অন্তত এতে বিস্মিত হই না। তাদের এই আচরণ নির্ভেজাল শ্রেণীচরিত্রের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে আহত হবার কোন কারণ নেই। সামগ্রীক অবরূদ্বতা এবং বিরূপ পরিবেশই হিন্দুদের বাধ্য করে দেশত্যাগে। হায়! জীবনানন্দ! আপনি লিখেছিলেন, ''তোমার যেখানে সাধ চ'লে যাও-- আমি এই বাংলার পারে র'য়ে যাব''। জানতে ইচ্ছে করে আজ পাচ দশক পর বলতে পারতেন এই কথা, রইতে পারতেন এই বাংলায়, কেবল ভোরের কাঠাল পাতা ঝরা দেখার জন্যে, 'দাশগুপ্ত' পদবী নিয়ে? সৌভাগ্য আমাদের তিনি জন্মেছিলেন এক শতাব্দী পূর্বে, নইলে হয়তোবা .....

আমাদের সংখ্যালঘুদের মধ্যে যাদের শ্রেণীগত অবস্থান সুবিধাজনক, অন্ততঃ যারা সুশীল সমাজে দু' একটি কথা বলার সুযোগ পান, তারা কি জানি কী উদ্দেশ্যে কিছু বিতর্কিত প্রচারণায় মাতেন, যাকে বিরোধী পক্ষ মোটা দাগে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে অভিহিত করে। নির্যাতিত মানুষকে রক্ষাই যদি তাদের উদ্দেশ্য

হবে, তবে তাতে ভাগ্য বঞ্চিত সকল নির্যাতিতের কথাই আসা উচিৎ। তবে তাদের আলোচনায় তা অনুপস্থিত। বিষয়টা দাড়াচ্ছে এরকম যে, হিন্দুরা শ্রেণী নির্বিশেষে অত্যাচারিত, মুসলমানেরা নয়। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, উন্নয়নের জোয়ারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই বাংলা থেকে ভেসে যায় মানুষ, হিন্দু, নারী, শিশু, চাকুরীপ্রার্থী বেকার, ক্ষুদ্র উপজাতি, তিন্নি সব সবাই। কোলকাতার সোনাগাছিতে যখন একজন নারী বিক্রি হয়-- তখন তার মুসলিম পরিচয় কী তাকে বাচাতে পারে? তখন তো তার শরীরে কেবলই মাংসের গন্ধ!

যে শহরে আশৈশব বেড়ে ওঠেছি, ওখানে পূণ্যভূমি সিলেটে, গত সপ্তাহে হরতাল হয়ে গেল। সিংহবাড়ীকে অবৈধ লিজ দেয়ার প্রক্রিয়া থেকে বাচাতে এই ধর্মঘট। দীর্ঘদিন যাবত বসবাসের পরও পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি কি ভাবে অর্পিত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তা বোঝার আইনী জ্ঞান এই মূর্খের নেই। আমি ভাবতেই পারি না, আমার বসতভিটা থেকে, আমার রাষ্ট্র আমাকেই উৎখাতের নির্দেশ দেবে। দূর্ভাগ্য, অস্বাভাবিকই স্বাভাবিক এখন। কতো বিকেল এই বাড়ীটির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতের সময় ভেবে শিহরিত হয়েছি যে, এই বাড়ীতে আতিথ্য নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুনেছি একসময়ে সিলেট শহরের নন্দন চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিলো এই সিংহবাড়ীর প্রঙ্গন। খুবই প্রাসঙ্গিকভাবেই যেন আমার মনে পড়ছে কবিগুরুর অনেক পঠিত 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির দুটি ছত্র। ''আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে / কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, আচ্ছা সে দেখা যাবে।'' সিলেটের জেলা প্রশাসক এবং যার জন্যে এই সকল কান্ড তারা সকলে হয়তো 'ক্রূর' হাসি পর্ব শেষ করেছেন, তারপর কী দেখা যাবে কে জানে? এই অসম্ভবের দেশে সবই সম্ভব। সম্ভব প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে গণমাধ্যমের কন্ঠ চেপে ধরা, সম্ভম দিনে দুপুরে প্রাণহরণ, লুন্ঠন, দখল এবং ধর্ষণ। সবই 'জায়েজ' এখন। আশা করি সিংহবাড়ীর সম্ভ্রম রক্ষায় গণমানুষের এই আন্দোলন সফল হবে।

দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে'র জন্যে প্রায় দু'মাস পূর্বে এই নিবন্ধটি লিখে পাঠিয়েছিলাম। এবং আমার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে এটি আলোর মুখ দেখেনি। কি জানি হয়তো এটা মানোত্তীর্ণ কোন রচনা নয়, অথবা হয়তো আমার

মতো ব্রাত্যজনের এ বিষয়ে কথা বলার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমি মনে করি, আমার অধিকার আছে প্রতিবাদ জানানোর, অক্ষমের প্রতিবাদ হলেও। আর যদি তা পত্রিকায় প্রকাশই হতো, তাহলে কিইবা হতো এর অভিঘাত, প্রতিক্রিয়া? কর্পূরের মতো উবে যায় এরকম কতো প্রতিবাদ, কে তার খবর রাখে? অশুভ শক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র, সত্যি কথা বলতে এই প্রতিবাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। শেষ পর্যন্ত কি হবে তা আমি জানি না। তবে একজন মানুষ হিসেবে আমার দায় আছে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর-- আমি জানালাম। সিলেট শহরের একজন নাগরিক হিসেবে আমি সংখ্যালঘু উৎপীড়নের এই অন্যায়ের প্রতি, যাকে ধর্ষণ ব্যাতীত আর কোন পাশবিক অপকর্মের সাথে তুলনা করা যায় না, নিন্দা জ্ঞাপন করছি। সভ্য নাগরিক হিসেবে এ আমার দুঃখ, মানুষ নামক জীবপ্রজাতির সদস্য হিসেবে এ আমার লজ্জা। আমার অক্ষমতার জন্যে আমি অন্ততঃ ব্যক্তিগত ভাবে হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ করছি আমার অনুতাপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কল্পিত স্বদেশের রূপরেখায় বলেছিলেন, ''চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির / জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর।'' দেশ আজ স্বাধীন, কিন্তু কি দূর্ভাগ্য! কি সংখ্যালঘু, কি সংখ্যাগুরু, কি জাতীয়তাবাদী, কি প্রগতিশীল, কি প্রতিক্রিয়াশীল, কি ডানপন্থী, কি বামপন্থী-- আমরা কেউই বলতে পারি না যে আমাদের চিত্ত নিঃশঙ্ক। মুক্তজ্ঞান এবং বুদ্ধিচর্চার অভাবই আমাদের একক জাতির নৃতাত্ত্বিক বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। আমরা কেউ অন্তর্ভূক্ত হই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের, কেউ পরিণত হই সংখ্যালঘুতে। আমার এই লেখা যদি কাউকে বিন্দুমাত্র আহত করে তার জন্যে করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সন্তাপ প্রকাশের আর কোন ভাষা আমার জানা নেই।

মাসুক সালেহীন
কার্বনডেল, ইলিনয়।
Salehin@hotmail.com